ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৮০১(আগরতলা, ১৯।০২)
আমবাসা, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

শিক্ষাই পারে মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

রাজ্যের বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। এতে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হচ্ছে। শিক্ষাই পারে মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে। তাই রাজ্য সরকার শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। আজ ধলাই জেলা পলিটেকনিক কলেজে তিন দিনব্যাপী জাতীয় সেবা প্রকল্পের বিশেষ শিবিরে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের কেবলমাত্র ডিগ্রী পাওয়ার জন্য বই পড়লে চলবে না। শিক্ষাকে হাতিয়ার করে ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, আগামী দিনে ত্রিপুরা বা ভারতবর্ষ কিভাবে গড়ে উঠবে তা ঠিক হবে ক্লাস রুমে। তিনি ছাত্রছাত্রীদের নিঃস্বার্থভাবে সমাজের কাজ করার জন্য আহ্বান জানান। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সবাই মিলে কাজ করলেই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে উঠবে। এককভাবে কোন কাজ সম্ভব নয়। তিনি এন এস এস -এর প্রেক্ষাপট নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের সম্মানীয় অতিথি ধলাই জেলার জিলা পরিষদের সভাধিপতি রুবি ঘোষ (গোপ) বলেন, সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে এধরণের কর্মসূচির বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ অতিথির ভাষণে আমবাসা পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চন্দন ভৌমিক বলেন, যুব সমাজ যাতে নেশার কবলে না পরে তা খেয়াল রাখতে হবে। তিনি ছাত্রছাত্রীদের কুসংস্কার মুক্ত এবং প্রকৃত মানুষ হওয়ার পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কলেজের অধ্যক্ষ সজলকান্তি দাস। তাছাড়া বক্তব্য রাখেন আমবাসার মহকুমা শাসক জংটে ভানলাল দোয়াতি, জেলা শিক্ষা আধিকারিক অর্জুন শর্মা এবং ডি এ আর-এর অ্যাসিস্টেন্ট কমান্ডেন্ট নারায়ণ রায় চৌধুরী। শিক্ষামন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্বচ্ছ ভারত, জল সংরক্ষণ, বন সংরক্ষণ, প্লাস্টিক বর্জনের উপর পোস্টার প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন। এ উপলক্ষে কলেজ চত্বরে বৃক্ষারোপন কর্মসূচি হয়। শিক্ষামন্ত্রী এতে অংশগ্রহণ করেন। তিন দিনের কর্মসূচিতে রয়েছে স্বচ্ছ ভারত অভিযান। এই কর্মসূচিতে আমবাসা রেল স্টেশন, কুলাই হাসপাতাল এবং ডলুবাড়ি বাজার সাফাই করা হবে। তাছাড়া রয়েছে যোগাসন এবং সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান।

******